ডিজিটালাইজড ব্যবস্থা বিশ্বে সব কিছু সহজ করতে সহযোগীতা করছে- জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী

জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন বলেন, বর্তমান বিশ্ব সব কিছু সহজভাবে করতে সহযোগীতা করছে ডিজিটালাইজড ব্যবস্থা। বিশ্বে টেকনোলজিতে যে দেশ যত অগ্রসর সেই দেশ তত উন্নত। বাংলাদেশ ডিজিটাইলাইজেশনে অনেক উন্নত হয়েছে। ডিজিটাল ডিভাইস কম্পিউটার, ইন্টারনেট ব্যবহার করে অনেক কঠিন কাজকে আমরা সহজ করে ফেলেছি। কৃষি, শিক্ষা, গবেষণা, গৃহ কলকারখানা সব কিছুই এখন ডিজিটালাইজড হয়েছে। ডিজিটালাইজেশনের উপরে বর্তমান সরকার ব্যাপক কাজ করেছে। সরকারের বিভিন্ন দপ্তর তাদের ডিজিটালাইজড কর্মসূচি হাতে নিয়ে সেবা দিয়ে যাচ্ছে।

আজ শনিবার (১৯ নভেম্বর) সকালের দিকে ‘উদ্ভাবনী জয়োল্লাসে স্মার্ট বাংলাদেশ’ এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে মেহেরপুরে ২ দিন ব্যাপি ডিজিটাল উদ্ভাবনী মেলা উপলক্ষে আয়োজিত র্যালী শেষে সাংবাদিকদের দেওয়া প্রেস ব্রিফিং এসব কথা বলেন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন এমপি।

এসময় মেহেরপুর জেলা প্রশাসক ড. মোহাম্মদ মুনসুর আলম খান, মেহেরপুর পুলিশ সুপার মো: রাফিউল আলম, মেহেরপুর জেলা পরিষদের নবনির্বাচিত চেয়ারম্যান অ্যাডভোকেট আব্দুস সালাম, গাংনী উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ও জেলা আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক এমএ খালেক, সাবেক এমপি মকবুল হোসেনসহ প্রশাসনের কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন আরো বলেন, ডিজিটালাইজেশনের কারণে অনিয়ম এবং দূর্ণীতি ব্যাপকভাবে রোধ করা সম্ভব হয়েছে। দেশে এখন ই পাসপোর্ট হচ্ছে। ই- পাসপোর্টের মাধ্যমে ইমিগ্রেশনে ১৫ সেকেন্ডের মধ্যে কার্যক্রম করা সম্ভব হচ্ছে। এতে সাধারনের ভোগান্তি কম হচ্ছে।

তিনি বলেন, ইউনিয়ন পর্যায়ে তথ্যসেবা কেন্দ্রের মাধ্যমে সরকারের কয়েক শ সেবা জনগণের কাছে পৌছে দেওয়া হচ্ছে। স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি ও চাকুরির ক্ষেত্রে আবেদন, বাইরের দেশের

সাথে যোগাযোগ, অনলাইনে বিদ্যুৎ, গ্যাস, পানির বীল পরিশোধ, টেলিমেডিসিন, কৃষির সব ধরণের সমস্যার সমাধান অনলাইনের মাধ্যমে দেওয়া হচ্ছে।

প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন আরো বলেন, ডিজিটালাইজেশনের মাধ্যমে যে কোনো কঠিন ভাষাও এখন সহজ হয়ে গেছে। তাই ডিজিটালাইজেশন ব্যবস্থা তরুন প্রজন্মের কাছে এখন এক অপার সম্ভাবনা।

তিনি বলেন, মহিলা বিষয়ক, আইসিটি, টিটিসিসহ বিভিন্ন মন্ত্রণালয় থেকে প্রশিক্ষণ নিয়ে দেশে এবং বিদেশে একটি সম্মানজনক কাজ করার পরিবেশ সরকার সুযোগ করে দিয়েছে। তাই এসব প্রশিক্ষণ নিয়ে দেশের উন্নয়নে কাজ করার জন্য তরুণ প্রজন্মকে আহবান জানান মন্ত্রী ফরহাদ হোসেন।

ডিজিটালাইজেশন কতটা ব্যপকতা লাভ করেছে ও আমাদের জীবনের জন্য তা জরুরী সেটা বুঝতে এবং বর্তমান ও আগামী বিশ্বকে চিনতেই তরুণ প্রজন্মকে ডিজিটাল মেলার আসার আহবান জানান তিনি।

এর আগে শনিবার সকালে মেহেরপুর জেলা প্রশাসনের আয়োজনে স্থানীয় সরকার বিভাগের উপ-পরিচালক মৃধা মোহাম্মদ মোজাহিদুল ইসলামের নেতৃত্বে একটি র্যালী মেহেরপুর জেলা প্রশাসকের কার্যালয় চত্বর থেকে শুরু করে প্রধান সড়ক ঘুরে একই স্থানে এসে শেষ হয়।

র্যালী শেষে মেহেরপুর জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সামনে জেলা প্রশাসক ড. মোহাম্মদ মুনসুর আলম খানের সভাপতিত্বে আয়োজিত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন প্রতি মন্ত্রী ফরহাদ হোসেন এমপি।

অন্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন মেহেরপুর অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক আশরাফুজ্জামান ভূঁইয়া, লিউজা-উল জান্নাহ, মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এম এ খালেক, সাবেক সংসদ সদস্য মকবুল হোসেন, সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মোঃ ওবায়দুল্লাহ, টিটিসি’র অধ্যক্ষ আরিফ আহমেদ তালুকদার প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

উল্লেখ্য মেহেরপুর জেলা প্রশাসন কর্রতৃক আয়োজিত ডিজিটাল উদ্ভাবনী মেলায় বিভিন্ন সরকারি দপ্তরের ২৫ টি স্টল অংশ নিয়েছে। মেলা উপলক্ষে মালেশিয়াগামী ৬০০ জনকে রেজিস্ট্রেশন করা হয়েছে। রেজিস্ট্রেশনকৃত এই ৬০০ জনকে প্রশিক্ষণ ও দিক নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।

অনলাইন জুয়ার আরেক হোতা রাজন স্বর্ণকার আটক

মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলার কোমরপুর বাজারে অভিযান চালিয়ে অনলাইন জুয়ার আরও এক এজেন্ট রাজন আলীকে (২০) আটক করেছে ডিবি পুলিশ। এনিয়ে পুলিশ অনলাইন জুয়ার সাথে জড়িত ২২ হোতাকে আটক করেছে। ফলে অনলাইন জুয়ার দূর্গ তছনছ হতে শুরু করেছে।

গতকাল শুক্রবার সন্ধ্যায় মুজিবনগর থানার ওসি মেহেদী রাসেল ও সাইবার ক্রাইম অপরাধ বিভাগের এসআই মনিনের নেতৃত্বে কোমরপুর বাজারের ফিলিং স্টেশনের কাছে থেকে পুলিশের যৌথ টিম তাকে আটক করে। তার কাছে থেকে একটি আইফোন উদ্ধার করেছে পুলিশ।

রাজন সরদার কোমরপুর গ্রামের ইমদাদুল হক ওরফে ইন্তা সরদারের ছেলে। রাজন রাশিয়ান অনলাইন জুয়া সাইট মেলবেট ও লাইনবেটের এজেন্ট হিসেবে কাজ করে। তার ওয়ার্কার হিসেবে কাজ করে তার ফুফাত ভাই রোহান ওরফে ইয়েন, অর্নব আহমেদ, নুরপুরের আসিফ হাসান। তার চ্যানেলের নাম মেলবেট রাজন নাগাদ ও মেলবেট রাজন বিকাশ।

জানা গেছে, রাজন আলী সরদারের বাবা ইন্তা সরকার ৩ বছর আগেও স্বর্ণকার হিসেবে সোনার গহণা তৈরি করতো। করোনার শুরুর দিকে যখন অনলাইন জুয়ার কার্যক্রম শুরু হয় তখন মেলবেটের একটি চ্যানেল নিয়ে কাজ শুরু করে রাজন আলী। তারপর থেকে তাকে আর পেছনে ফিরে তাকাতে হয়নি। এর পর কোটি টাকার উপরে বিনিয়োগ করে চোখ ধাঁধানো ডেকোরেশন দিয়ে গড়ে তোলেন রোহান জুয়েলার্সসহ তিনটি জুয়েলারি দোকানের মালিক। প্রায় ১১ লাখ টাকা মূল্যের দুটি মোটরসাইকেল কিনেছেন। যখন যেটা মন চাই তখন সেটা ব্যবহার করেন।

এদিকে, মেহেরপুর প্রতিদিনের অনুসন্ধানে জানা গেছে, মেহেরপুর জেলা থেকে দুই শতাধিক এজেন্ট অনলাইন জুয়া সাইটের মাধ্যমে রাশিয়ায় অবৈধ ই-ট্রানজেকশনের মাধ্যমে পাচার করছেন কোটি কোটি টাকা। আর এই অনলাইন জুয়ার সাথে জড়িত মেহেরপুরের সরকার দলীয় কয়েকজন শীর্ষস্থানীয় রাজনৈতিক নেতা, মুজিবনগরের প্রভাবশালী এক নেতা, সরকার সমর্থিত ছাত্র সংগঠনের কয়েকজন শীর্ষ নেতা, স্কুল ও কলেজের

কয়েকজন শিক্ষক, ব্যবসায়ী ও বিভিন্ন শ্রেনীর প্রায় দুই শতাধিক ব্যক্তি।

অনলাইন জুয়ার এজেন্ট হিসেবে কাজ করে কোটি কোটি টাকার মালিক হয়েছে ময়নদ্দিন ওরফে ময়না মেম্বার নামের এক ইউপি সদস্য। তিনি মহাজনপুর ইউনিয়ন পরিষদের বর্তমান সদস্য এবং কোমরপুর গ্রামের বাসিন্দা। আনোয়ার হোসেন নামের আরো এক বিকাশের সাবেক কর্মী। তিনি গাড়াডোব গ্রামের মৃত কিয়াম উদ্দিনের ছেলে। মেহেরপুর প্রতিদিন ধারাবাহিকভাবে সেগুলো পাঠকদের সামনে তুরে ধরবে। এছাড়া অনলাইন জুয়ার সংবাদ নিয়ে ইতোমধ্যে জামান উদ্দিন, নরুল ইসলাম ও মাদার আলীর সংবাদ প্রকাশিত হয়েছিল। তাদের সম্পদের সকল তথ্য মেহেরপুর প্রতিদিনের হাতে এসে পৌছেছে। পরবর্তিতে তাদের সম্পদের খবরও ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করা হবে।

কিছু রাজনৈতিক নেতা এবং কয়েকজন সাংবাদিক এসকল জুয়াড়ুদের কাছে থেকে নিয়মিত মাসোহারা নিতেন। মেহেরপুর প্রতিদিনে ‘অনলাইন জুয়ার দূর্গ’ নিয়ে ধারাবাহিক সংবাদ প্রকাশের পর থেকে রাজনৈতিক নেতা ও সাংবাদিকদের মাসোহারা বন্ধ হয়ে গেছে। ফলে ওই সকল নেতা ও সাংবাদিকদের কপালে চিন্তার ভাঁজ পড়েছে।

অনুসন্ধানে জানা গেছে, অনলাইন প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করে প্রতিদিনই কোটি টাকা পাচার হচ্ছে দেশের বাহিরে। এতে রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক ক্ষতির পাশাপাশি বিপথে যাচ্ছেন তরুণ ও যুবকরা।
মেহেরপুর জেলার বিভিন্ন স্থানে অনলাইন জুয়া নিয়ে অনুসন্ধান এবং কয়েকটি গোয়েন্দা সংস্থার রিপোর্টে অনলাইন জুয়া নিয়ে উঠে এসেছে নানা তথ্য।

মেহেরপুর অনলাইন জুয়ার দূর্গে হানা দিয়ে মেহেরপুরের ডিবি পুলিশ, মুজিবনগর থানা পুলিশ ও সাইবার নিরাপত্তা বিভাগ কয়েক দফা অভিযান চালিয়ে ২২ জন অনলাইন জুয়ার হোতাকে আটক করে আইনের আওতায় নিয়ে এসেছে। একই সঙ্গে মেহেরপুর প্রতিদিন ধারাবাহিক অনুসন্ধানি প্রতিদেবন প্রকাশ করায় অনলাইন জুয়ার সাথে জড়িতরা ভিন্ন কৌশল বেছে নিয়েছেন। অনেকে গা ঢাকা দিয়ে জেলার বাইরে গিয়ে ব্যবসা পরিচালনা করছেন এবং জেলার বাইরে থেকে বিকাশ, রকেট, নগদসহ অন্যান্য কোম্পানীর এজেন্ট সংগ্রহ করে ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছেন গ্রেফতার এড়ানোর জন্য।

অনলাইন জুয়ার সকল সংবাদ নিচের লিঙ্কগুলোতে

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

মন্ত্রী ড. আব্দুর রাজ্জাক

কৃষি মন্ত্রী ড. আব্দুর রাজ্জাক বলেছেন, জাপান বা কোন রাষ্ট্রদূতই বাংলাদেশের অভ্যন্তরিন বিষয়ে নাক গলাবে বা কথা বলবে আমরা মেনে নেতে পারছি না।। তাদের শতর্ক করা হবে। বাংলাদেশ স্বাধীন সার্বভোম রাষ্ট, কারোর কাছে পদানত হওয়া, দেশের আত্মমর্যাদার প্রশ্নে আমরা কাউকেই ছাড় দেবোনা।

আজ বুধবার সকালে ঐতিহাসিক মুজিবনগর কমপ্লেক্স অবস্থিত মহান মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি বিজড়িত আম্রকাননের সার্বিক পরিচর্যা কার্যক্রমের উদ্বোধন শেষে সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের জবাবে কৃষিমন্ত্রী ড. আব্দুর রাজ্জাক এসব কথা বলেন।

তিনি বলেন, বিএনপি ২০১৩ ও ২০১৪ সালে আন্দোলন করেছে। তারা যতই আন্দোলন সংগ্রাম করুক আমরা তাদের সেই আন্দোলন মোকাবেলা করেই এই পর্যায়ে এসেছি। আগামীতেও তাদের আন্দোলনে আমরা রাজনৈতিকভাবে মোকাবিলা করবো।
ড. রাজ্জাক বলেন, আগামীতে বাংলাদেশে একটি অবাধ, সুষ্ঠ, সুন্দর ও স্বচ্ছ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। সারা পৃথিবীর সবার কাছে সেই নির্বাচন গ্রহণযোগ্য হবে। সংবিধানের অনুচ্ছেদের ১২৬ এ স্পষ্টভাবে বলা আছে নির্বাচন পরিচালনা করবে নির্বাচন কমিশন। তাকে সহযোগীতা করবে ডিসি, এসপিসহ সরকারের সব শাখা। নির্বাচন অনুষ্ঠান করা নির্বাচন কমিশনের নৈতিক দায়িত্ব ।

তিনি বলেন, আমাদের দূর্ভিক্ষ হওয়ার কোনো সুযোগ নেই। মানুষ বেড়েছে, জমি বাড়েনি। মানুষ বেড়ে এখন ১৭ কোটি হয়েছে। তাই একটু কষ্ট হতে পারে। আমাদের দেশের কৃষকরা অনেক সংগ্রামী ও পরিশ্রমি। তারা ধান লাগিয়েছে। এই বছরে প্রথম দিকে বৃষ্টিপাত না হলেও পরে বৃাষ্টপাত হয়েছে। ধানের ফলনও ভাল হয়েছে। তবে, বৃষ্টিপাত না হওয়ার কারণে, নিচু এলাকাগুলোতেও ধান চাষ হয়েছে। আমাদের ফলন এবং উৎপাদন বেড়েছে।

ডলার সংকট প্রসঙ্গে তিনি বলেন, ডলার সংকট এখন আন্তর্জাতিক সংকট। সারা পৃথিবী ব্যাপি ডলার সংকট দেখা দিয়েছে। ইংল্যান্ডের মত দেশের অর্থনীতি ডলারের উপর নির্ভরশীল। সেখানেও এখন ডলার সংকট। আমরা তো গরীব দেশ। এই সংকট কাটিয়ে উঠতে সরকারের আন্তরিকতার কোনো অভাব নেই। বর্তমান সরকার চেষ্টা করছে এই ডলার সংকট কাটিয়ে ওঠার।

মুক্তিযুদ্ধ ও মুজিবনগর প্রসঙ্গে কৃষি মন্ত্রী বলেন, এদেশের রিকসাওয়ালা, ভ্যানওয়ালা, কৃষক শ্রমিকরা মুক্তিযুদ্ধে গিয়েছিল। জীবন বাজি রেখে তারা পাক বাহিনীর সাথে যুদ্ধ করেছে। ১৯৭১ সালের ১৭ এপ্রিল বঙ্গবন্ধুর আহবানে এই মুজিবনগরে বাংলাদেশের স্বাধীনতা, মুক্তিযুদ্ধ ও সার্বভৌমত্ব রক্ষার জন্য অস্থায়ী সরকার গঠিত হয়েছিল। এটি আমাদের মুক্তিযুদ্ধের চেতনা কে আরো সুদৃঢ় করেছে। যতদিন দেশ থাকবে, ততদিন এই মুজিবনগর বাঙালী জাতীকে উজ্জীবিত করবে। বঙ্গবন্ধুর এই দেশকে ক্ষুধা ও দারিদ্র মুক্ত দেশ গড়ার উজ্জীবিত করবে এই মুজিবনগর। আগামী প্রজন্মের সন্তানদের যাদের মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করা হয়নি। তাদের কাছে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা হবে এই মুজিবনগর।

এ সময় জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন এমপি, মেহেরপুর-২ আসনের সংসদ সদস্য মোহাম্মদ সাহিদুজ্জামান খোকন, মেহেরপুর জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান অ্যাডভোকেট আব্দুস সালাম, মেহেরপুর জেলা প্রশাসক ড. মোহাম্মদ মুনসুর আলম খান, পুলিশ সুপার রাফিউল আলমসহ কৃষি মন্ত্রণালয়ের সচীব, উপসচীব,মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার অনিমেষ বিশ্বাস, উপজেলা কৃষি অফিসার ড. মাহফুজুর রহমান ও বিভিন্ন দফতরের কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

মেহেরপুর আমঝুপিতে জাতীয় সমবায় দিবস উদযাপন

“বঙ্গবন্ধুর দর্শন সমবায়ে উন্নয়ন” প্রতিপাদ্য বিষয়ের উপর জাতীয় সমবায় দিবস ২০২২ইং উদযাপন উপলক্ষে আমঝুপি মউক হলরুমে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

এএলআরডি এর সহযোগিতায় মানব উন্নয়ন কেন্দ্র মউক সোমবার সকাল ১০ টার দিকে এ সভার আয়োজন করে।

মউক এর নির্বাহী প্রধান আশাদুজ্জামান সেলিমের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি ছিলেন মেহেরপুর জেলা মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক (ভারপ্রাপ্ত) নীলা হাফিয়া। বিশেষ অতিথি ছিলেন মেহেরপুর সদর

উপজেলার সমাজসেবা অফিসার মোঃ আনিছুর রহমান।

স্বাগত বক্তব্য রাখেন প্রকল্পের এ্যানিমেটর সাহিনুর রহমান সভায় সমবায় গঠন এর লক্ষ উদ্দেশ্য আদর্শ ফলাফল প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর সমবায়ের সুযোগ সুবিধাসহ সরকারী সেবা বিভাগের সাথে সেবা গ্রহিতাদের সেতুবন্ধ নিয়ে বিশাদ আলোচনা করা হয়।

এসময় এলাকার বিভিন্ন সমবায় দলের প্রতিনিধি গণ উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানটি উপস্থাপনা করেন সাদ আহম্মেদ মানবাধিকার কর্মী।

এবার মেহেরপুর শহর থেকে আটক অনলাইন জুয়ার আরও চার এজেন্ট

এবার মেহেরপুর শহরে অভিযান চালিয়ে অনলাইন জুয়ার আর চার এজেন্টকে চ্যানেল বিক্রয় করার সময় সময় হাতে নাতে আটক করেছে গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি)।

আটক অনলাইন জুয়ার এজেন্টরা হলেন- মুজিবনগর উপজেলার যতারপুর গ্রামের সাইদুর ইসলাম (২২), জাহাঙ্গীর আলম (২৫),রফিকুল ইসলাম
(৪১) এবং সদও উপজেলার পিরোজপুর গ্রামের সুমন খন্দকার (৩৬)। আটকরা যতারপুর গ্রামের কটা বিশ্বাসের চ্যানেল পরিচালনা করেন বলে মেহেরপুর প্রতিদিনের কাছে খবর রয়েছে।

শনিবার দিবাগত রাত ১১টার দিকে শহরের কাথুলী সড়কের এবি ক্যাফে রেস্টুরেন্ট অভিযান চালিয়ে তাদের আটক করা হয়। এসময় তাদেও কাছে থেকে ৫টি মোবাইল ফোন, অনলাইন জুয়ার সাইট পরিচালিত ২টি নগদ ও বিকাশের এজেন্ট সিম, নগদ ৫০ হাজার টাকা এবং ১০টি সিম উদ্ধার করেছে পুলিশ।

এদিকে, একের পর এক অনলাইন জুয়ার দূর্গে হানা দিয়ে তাদের আইনের আওতায় নিয়ে পুলিশকে বাহবা দিচ্ছে জনগণ। পুলিশের এ তৎপরতা অব্যহত থাকলে অনলাইন জুয়ার লাগাম টেনে ধরা যাবে বলে মনে সচেতনমহল।

আরও পড়ুন ধরাছোঁয়ার বাইরে অনলাইন জুয়ার অন্যতম চার হোতা মুকুল-

জামান-নুরুল-মাদার

পুলিশ জানায়, মেহেরপুর শহরের কাথুলী সড়কের এবি ক্যাফে রেস্টুরেন্টে অনলাইন জুয়ার চ্যানেল ক্রয়-বিক্রয়ের মিটিং চলছে। এমন গোপন সংবাদের ভিত্তিতে ডিবির ওসি সাইফুল আলমের নেতৃত্বে ডিবি পুলিশের একটি টিম সেখানে অভিযান চালায়। অভিযানে চালিয়ে যতারপুর গ্রামের সাইদুর ইসলাম, জাহাঙ্গীর আলম, রফিকুল ইসলাম ও সুমন খন্দকারকে আটক করে।এসময় পুলিশের উপস্থিতি টের পেয়ে অজ্ঞাতনামা কয়েকজন পালিয়ে যায়। আটক সাইদুরের কাছে থেকে একটি পোসো সি৩১, একটি রেডমি নোট ১০এস মোবাইল, সুমন খন্দকারের কাছে থেকে একটি ওয়ান প্লাস নাইন আর মোবাইল, জাহাঙ্গীর আলমের কাছে থেকে একটি ভিভো ওয়াই টুয়েন্টিজি মোবাইল, রফিকুল ইসলামের কাছে থেকে স্যামসাং গ্যালাক্সি সেভেন প্রো মোবাইল উদ্ধার করা হয়। এসময় সাইদুর পুলিশকে জানায়, তার মোবাইলে রেড্ডি নামের অ্যাপস ব্যবহার করে অনলাইন জুয়ার সাইট লাইনবেটের সাব এজেন্ট হিসেবে কাজ করে। বর্তমানে তার মোবাইলে ৩ লাখ ৯৬ হাজার ৮৬১ টাকা রয়েছে।

গতকাল রবিবার বিকালে তাদের আদালাতের মাধ্যমে জেলা কারাগারে পাঠানো হয়েছে। তবে মেহেরপুর প্রতিদিনের অনুসন্ধানে বেরিয়ে এসেছে আটক সাইদুরসহ অন্যরা যতারপুর গ্রামের কটা বিশ্বাসের চ্যানেল পরিচালনা করে। যে কটা বিশ্বাস অনলাইন জুয়ার মাধ্যমে বিপুল সম্পদের মালিক হয়েছেন।

জানা গেছে, গত ২০ অক্টোবর রাতে মুজিবনগরের মহাজনপুর গ্রামের মাঠাপাড়া এলাকার খয়রুদ্দিনের বাড়িতে অভিযান চালিয়ে চার অনলাইন এজেন্টকে আটক করে। তারা হলেন- মোনাখালি গ্রামের দক্ষিণপাড়া বাসিন্দা ও সাবেক চেয়ারম্যান মাহাবুবুর রহমানের ছেলে মাহফুজুর রহমান জয় (২৪), রশিকপুর গ্রামের খানপাড়ার রকিব শেখের ছেলে তরিকুল ইসলাম (২৬), মহাজনপুর গ্রামের মাঠপাড়ার মনিরুল ইসলামের ছেলে আক্তারুজ্জামান আক্তার (২২) ও মহাজনপুর খাঁ পাড়ার আবুল বাশারের ছেলে রুবেল হোসেন (২৩) কে আট করে মুজিবনগর থানা ও ডিবি পুলিশ। এসময় তাদের অপর সহযোগী মহাজনপুর গ্রামের মিনারুল ইসলামের ছেলে শাহিন (৩০), খয়রুদ্দিনের ছেলে আরিফুল ইসলাম (২৫), জাকের আলীর ছেলে হেলাল (২৮), উজ্জল হোসেনের ছেলে মাহফুজ (২০) পালিয়ে যায়।

এ ঘটনায় মুজিবনগর থানায় এস আই উত্তম কুমার বাদী হয়ে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন ২০১৮ এর ৩০(২)/৩৫ ধারায় গতকাল বৃহস্পতিবার একটি মামলা দায়ের করেন। মামলায় তদন্তভার দেওয়া হয়েছে ডিবি ওসি সাইফুল

আলমকে।

মামলার এজাহারে জানা গেছে, আসামি মাহফুজুর রহমান জয়ের কাছ থেকে একটি অপপো ব্রান্ডের মোবাইল ফোনসহ ০১৯১১৯০৮৪৭৪ ও ০১৫৮১-৩৮৬৯৭৪, আসামি আক্তারুজ্জামানের কাছে স্যামস্যাং গ্যালাক্সি কোম্পানীর মোবাইল ফোন এবং সিম নং ০১৮৪১০৬৫১৩০ এবং ০১৮৮৮০৮৯৬০৩, তরিকুল ইসলামের কাছে থেকে উদ্ধার করা হয়েছে রিয়েল মি জিটি মাষ্টার মডেলের একটি ফোন। মোবাইলে সিম রয়েছে ০১৯৪৫ ১৫৬৬৭৩ এবং ০১৬৫০-১১৫১৮৮, রুবেল হোসেনের কাছ থেকে রেডমি নাইন মডেলের মোবাইল ফোন থেকে উদ্ধার করা হয়েছে ০১৯৭৩৯৫৮০৩০ এবং ০১৩০৫-৪২৪৫৭৩। এছাড়া একটি বিকাশ এজেন্ট সিম যার নং ০১৭৫৩৫৮৮২৪১, ও একটি রকেট এজেন্ট সিম যার নং ০১৭৭৯৩৪৯৭৩৬, দুটি গ্রামীণ ফোন কোম্পানীর সিম দুটি সাদা কাগজে মোড়ানো। রকেট ১৩৫৭ ও বিকাশ ২২২৩৪ লেখা আছে। সিম দুটির আসামি তরিকুল ইসলামের নিকট থেকে জব্দ করা হয়েছে।

এছাড়া ৫০ হাজার নগদ টাকাও জব্দ করা হয়েছে।পলাতক আসামি শাহীনের ফেলে যাওয়া ইনফিনিক্◌্র হট ১২ মডেলের ফোন থেকে ০১৬১২৬৯৪৫৭৩ ও ০১৮১৬৯৫৬৩৪২ সিম জব্দ করা হয়েছে। এছাড়া সিম বাদেই একটি ভিভো ওয়াই৭৬ ফাইভজি মডেলের মোবাইল ফোন উদ্ধার করা হয়েছে। পলাতক আসামি আরিফুল ইসলামের ফেলে যাওয়া রিয়েলমি ৮ মডেলের মোবাইল ফোন থেকে ০১৩১৬৯১৮৮৮৯ সিম পাওয়া গেছে। রবি কোম্পানীর এসএমই ৪.৫জি নতুন ১০ টি সিম, কার্ডযার প্রতিটি প্যাকেটের স্টীকারে আলাদা আলাদা নম্বর লেখা রয়েছে। সিম কার্ডগুলো পলাতক শাহীনের বলে জানা গেছে।

এই মামলার আসামীদের দেওয়া স্বীকারোক্তি অনুযায়ী গোয়েন্দা পুলিশ তাদের তদন্ত অব্যহত রাখে। শনিবার আটক আসামীদের ওই মামলায় আটক দেখিয়ে রবিবার বিকালে আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়েছে এবং আদালতে তাদেরকে রিমাণ্ডে নেওয়ার আবদেন করা হবে বলে জানা গেছে।

এদিকে, পুলিশের পাশাপাশি মেহেরপুর প্রতিদিন অনলাইন জুয়ার সাথে জড়িতদের নিয়ে ধারাবাহিকভাবে অনুসন্ধানী সংবাদ প্রকাশ করছে। মেহেরপুর প্রতিদিনের অনুসন্ধানেও দুই শতাধিক অনলাইন জুয়ার নাম পরিচয় উঠে আসছে। ইতোমধ্যে মেহেরপুর প্রতিদিনে এনিয়ে ‘অনলাইন জুয়ার দূর্গ’ ক্যাটাগরি ভিত্তিক ধারাবাহিক ১১টি সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে।

মেহেরপুর প্রতিদিনের অনুসন্ধানে দেখা গেছে, অনলাইন জুয়ার সাথে জড়িত এজেন্টরা রাতারাতি কোটিপতি বনে গেছেন। বিপরীত দিকে অনলাইন জুয়া খেলে নি:স্ব হচ্ছেন হাজার হাজার তরুণ। আর এসকল টাকা অবৈধভাবে ই-ট্রানজেকশনের মাধ্যমে রাশিয়ায় পাচার করছেন এসকল অনলাইন জুয়ার সাথে জড়িত এজেন্টরা।
এসব এজেন্টদের মধ্যে রয়েছেন জনপ্রতিনিধি, ছাত্র নেতা, শিক্ষক, মোবাইল ব্যাংকিংয়ের সেলস রিপ্রেজেন্টেটিভসহ উঠতি বয়সের তরুণরা।

মেহেরপুর প্রতিদিন এসকল অনলাইন জুয়ার এজেন্টদের মুখোশ উন্মোচন করতে কাজ করছে। ধারাবাহিকভাবে তাদের সংবাদ প্রকাশ করা হচ্ছে। বাকিদেরও সংবাদ প্রকাশের জন্য অনুসন্ধান অব্যহত রয়েছে।

মেহেরপুরে অনলাইন জুয়ার দূর্গে হানা দিয়ে মেহেরপুরের ডিবি পুলিশ, মুজিবনগর থানা পুলিশ ও সাইবার নিরাপত্তা বিভাগ কয়েক দফা অভিযান চালিয়ে এ নিয়ে ১৬ জন অনলাইন জুয়ার হোতাকে আটক করে আইনের আওতায় নিয়ে এসেছে। একই সঙ্গে মেহেরপুর প্রতিদিন ধারাবাহিক অনুসন্ধানি প্রতিদেবন প্রকাশ করায় অনলাইন জুয়ার সাথে জড়িতরা ভিন্ন কৌশল বেছে নিয়েছেন। অনেকে গা ঢাকা দিয়ে জেলার বাইরে গিয়ে ব্যবসা পরিচালনা করছেন এবং জেলার বাইরে থেকে বিকাশ, রকেট, নগদসহ অন্যান্য কোম্পানীর এজেন্ট সংগ্রহ করে ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছেন গ্রেফতার এড়ানোর জন্য। (চলবে..)

অনলাইন জুয়ার সকল সংবাদ পড়ুন

মেহেরপুরে অনলাইন জুয়ার আরেক মাস্টারমাইণ্ড সজিব আটক

মেহেরপুরের অনলাইন জুয়ার শীর্ষ এজেন্ট শামিম অধরা

অনলাইন জুয়ার এজেন্ট শামিমকে নিম্ম আদালতে আত্মসমর্পণের নির্দেশ

অনলাইন জুয়ার শীর্ষ এজেন্ট শামিম কারাগারে

মেহেরপুরে অনলাইন জুয়ার মাস্টারমাইণ্ড প্রসেনজিৎ সহযোগীসহ আটক

অনলাইন জুয়ার খপ্পরে মেহেরপুরের অর্ধশত তরুণ

ধরাছোঁয়ার বাইরে অনলাইন জুয়ার অন্যতম চার হোতা মুকুল-জামান-নুরুল-মাদার

অনলাইন জুয়ার হোতা নুরুল ও জামানকে শোকজ

মেহেরপুরে অনলাইন জুয়ার আরেক মাস্টারমাইণ্ড সজিব আটক

মেহেরপুরে অনলাইন জুয়ার এজেন্ট বিক্রয়ের সময় হাতে নাতে গোয়েন্দা পুলিশের হাতে ধরা পড়েছে সজিব খান (২৫) নামের অনলাইন জুয়ার আরেক হোতা।

গতকাল শনিবার বিকালে মেহেরপুর সদর উপজেলার শ্যামপুর থেকে আটক করে ডিবি পুলিশ। আটক সজিব খান মুজিবনগর উপজেলার গোপালপুর গ্রামের শহিদুল খানের ছেলে। ডিবি পুলিশের হাতে প্রথম আটক অনলাইন জুয়ার এজেন্ট বদরুদ্দোজা রয়েলের সহযোগী হিসেবে কাজ করতো সে।

জানা গেছে, শ্যামপুর এলাকার সালাহউদ্দিন নামের এক সাবেক সেনাবাহিনীর সদস্যকে অনলাইন জুয়া মেলবেট এর এজেন্ট বিক্রি করবে বলে ১৬ লাখ টাকা নেয় সজিব খান। গতকাল শনিবার বিকালে এজেন্ট সিম বিক্রি করার সময় গোপন সংবাদের ভিত্তিতে মেহেরপুর গোয়েন্দা পুলিশের (ডিবি) ওসি সাইফুল ইসলামের নেতৃত্বে পুলিশের একটি টিম সেখানে অভিযান চালিয়ে সজিব খান কে আটক করে। এসময় সজিব খানের কাছে থাকা মোবাইল ফোন সার্চ করে জানা যায়, ফরিদপুরের নগরকান্দা বাজারের ঠিকানা ব্যবহার করে সেখান থেকে ‘মায়ের দোয়া টেলিকম’ নামে নগদ এজেন্ট সিম সংগ্রহ করে মেলবেট জুয়ার এজেন্ট হিসেবে জুয়ার কার্যক্রম পরিচালনা করেন। তার সাথে অন্যতম সহযোগী হিসেবে কাজ করেন গোপালপুর গ্রামের শহিদুল শাহর ছেলে নাসির শাহ। সম্প্রতি নাসির শাহ মেহেরপুরের এক সাংবাদিককে কয়েক লক্ষ টাকা দিয়েছেন যাতে তার সংবাদ প্রকাশ না করা হয়, এমন তথ্য মেহেরপুর প্রতিদিনের কাছে রয়েছে।

গত ২৪ আগষ্ট ডিবি পুলিশ প্রথম গোপালপুরে অভিযান চালিয়ে বদরুদ্দোজা রয়েল কে আটক করে। রয়েল তার স্বীকারোক্তিতে ১৫ জনের নাম বললেও তার সহযোগী সজিব খান ও নাসির শাহ এর নাম স্বীকার করেনি। যাতে করে সজিব ও নাসির ধরাছোয়ার বাইরে থেকে জুয়ার কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারে। রয়েলের কাছে থেকে উদ্ধারকৃত আলামত থেকে তদন্ত করে ডিবি পুলিশের সজিব খানের সম্পৃক্ততা পায় এবং তাকে

নজরদারীতে রাখে। অবশেষে সদর উপজেলার শ্যামপুর এলাকা থেকে তাকে হাতে নাতে এজেন্ট সিমসহ আটক করতে সক্ষম হয় পুলিশ। তবে পুলিশের উপস্থিতি বুঝতে পেয়ে নাসির আগে থেকে পালিয়ে যায় বলে জানা গেছে।

মেহেরপুর প্রতিদিনের অনুসন্ধানে জানা গেছে, মেহেরপুর জেলা থেকে দুই শতাধিক এজেন্ট অনলাইন জুয়া সাইটের মাধ্যমে রাশিয়াসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে পাচার করছেন প্রায় ৪০০ কোটি টাকা। আর এই অনলাইন জুয়ার সাথে জড়িত মেহেরপুরের সরকার দলীয় কয়েকজন শীর্ষস্থানীয় রাজনৈতিক নেতা, মুজিবনগরের প্রভাবশালী এক নেতা, সরকার সমর্থিত ছাত্র সংগঠনের কয়েকজন শীর্ষ নেতা, স্কুল ও কলেজের কয়েকজন শিক্ষক, ব্যবসায়ী ও বিভিন্ন শ্রেনীর প্রায় দুই শতাধিক ব্যক্তি।

কিছু রাজনৈতিক নেতা এবং কয়েকজন সাংবাদিক এসকল জুয়াড়ুদের কাছে থেকে নিয়মিত মাসোহারা নিতেন। মেহেরপুর প্রতিদিনে ‘অনলাইন জুয়ার দূর্গ’ নিয়ে ধারাবাহিক সংবাদ প্রকাশের পর থেকে রাজনৈতিক নেতা ও সাংবাদিকদের মাসোহারা বন্ধ হয়ে গেছে। ফলে ওই সকল নেতা ও সাংবাদিকদের কপালে চিন্তার ভাঁজ পড়েছে।

অনুসন্ধানে জানা গেছে, অনলাইন প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করে প্রতিদিনই কোটি টাকা পাচার হচ্ছে দেশের বাহিরে। এতে রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক ক্ষতির পাশাপাশি বিপথে যাচ্ছেন তরুণ ও যুবকরা।

মেহেরপুর জেলার বিভিন্ন স্থানে অনলাইন জুয়া নিয়ে অনুসন্ধান এবং কয়েকটি গোয়েন্দা সংস্থার রিপোর্টে অনলাইন জুয়া নিয়ে উঠে এসেছে নানা তথ্য। সম্প্রতি সাইবার ক্রাইম বিভাগ একটি মামলা করেছেন।

মেহেরপুর অনলাইন জুয়ার দূর্গে হানা দিয়ে মেহেরপুরের ডিবি পুলিশ, মুজিবনগর থানা পুলিশ ও সাইবার নিরাপত্তা বিভাগ কয়েক দফা অভিযান চালিয়ে ১২ জন অনলাইন জুয়ার হোতাকে আটক করে আইনের আওতায় নিয়ে এসেছে। একই সঙ্গে মেহেরপুর প্রতিদিন ধারাবাহিক অনুসন্ধানি প্রতিদেবন প্রকাশ করায় অনলাইন জুয়ার সাথে জড়িতরা ভিন্ন কৌশল বেছে নিয়েছেন। অনেকে গা ঢাকা দিয়ে জেলার বাইরে গিয়ে ব্যবসা পরিচালনা করছেন এবং জেলার বাইরে থেকে বিকাশ, রকেট, নগদসহ অন্যান্য কোম্পানীর এজেন্ট সংগ্রহ করে ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছেন গ্রেফতার এড়ানোর জন্য। (চলবে..)

অনলাইন জুয়ার সকল সংবাদ দেখতে পড়ুন নিচের লিংকগুলো

মেহেরপুরে অনলাইন জুয়ার দূর্গে হানা

মেহেরপুরে অনলাইন জুয়ার মাস্টারমাইণ্ড প্রসেনজিৎ সহযোগীসহ আটক

মেহেরপুরে অনলাইন জুয়ার আরো চার হোতা আটক

মেহেরপুরের অনলাইন জুয়ার শীর্ষ এজেন্ট শামিম অধরা

ধরাছোঁয়ার বাইরে অনলাইন জুয়ার অন্যতম চার হোতা মুকুল-জামান-নুরুল-মাদার

মেহেরপুরে অনলাইন জুয়ার আরও এক মাস্টার এজেন্ট পলাশ

অনলাইন জুয়ার এজেন্ট শামিমকে নিম্ম আদালতে আত্মসমর্পণের নির্দেশ

অনলাইন জুয়ার শীর্ষ এজেন্ট শামিম কারাগারে

অনলাইন জুয়ার খপ্পরে মেহেরপুরের অর্ধশত তরুণ

মেহেরপুরে অনলাইন জুয়ার আরেক এজেন্ট সাদ্দাম আটক

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর এর মুজিবনগর পরিদর্শন

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর ডঃ মো: মশিউর রহমান মুজিবনগর পরিদর্শন করেছেন।

গতকাল মঙ্গলবার বিকেলে তিনি কুষ্টিয়া থেকে মুজিবনগরে এসে পৌঁছালে মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার অনিমেষ বিশ্বাস তাকে ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা জানান। পরে তিনি মুজিবনগর স্মৃতিসৌধে পুষ্পস্তবক অর্পণ করে মুক্তিযুদ্ধের সকল শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে এক মিনিট নীরবতা পালন করেন। স্বাধীনতার সূতিকাগার বাংলাদেশের প্রথম রাজধানী মুজিবনগরে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস

সম্বলিত বিভিন্ন স্থাপনা তিনি ঘুরে দেখেন।

এ সময় জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ডীন প্রফেসর ডঃ মোহাম্মদ নাসিরউদ্দীন জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক বদরুজ্জামান, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের তথ্য প্রযুক্তি দপ্তর এর পরিচালক মমিনুল ইসলাম, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের কলেজ মনিটরিং এন্ড ইভালুয়েশন দপ্তরের পরিচালক রফিকুল আকবর তার সফর সঙ্গী ছিলেন।

পরিদর্শন শেষে আজ বুধবার কুষ্টিয়া দৌলতপুর কলেজে শিক্ষকদের ওয়ার্কশপে যোগদানের জন্য কুষ্টিয়ার উদ্দেশ্যে মুজিবনগর ত্যাগ করেন।

সবুজ পাতার ফাঁকে চাইনা কমলা লেবু, চঞ্চলের স্বপ্নের বুনন

বাগানে সবুজ পাতার ফাঁকে থোকায় থোকায় ঝুলে থাকা রসে ভরপুর চাইনা কমলা লেবু চঞ্চলের স্বপ্নের বুনন। রাস্তার ধারে চঞ্চল হোসেনের সারি সারি চায়না কমলার গাছে সবুজ পাতার মাঝে উঁকি দিচ্ছে হলুদের আভা। এখন এই হলুদ আঁভার মাঝেই চঞ্চল হোসেনের স্বপ্নের আভাস।

ফেইসবুক ও ইউটিউব দেখে তিন বছর আগে চায়না কমলা লেবুর চাষ শুরু করেন গাংনী উপজেলার গাঁড়াডোব কুঠিপাড়া এলাকার কলেজ ছাত্র চঞ্চল হোসেন। এলাকার অনেকেই চঞ্চল হোসেনের চাইনা কমলা লেবুর বাগান দেখে তারা উদ্বুদ্ধ হচ্ছেন আধুনীক এই চাইনা কমলা লেবুর চাষ করার জন্য।

গাংনী উপজেলার গাঁড়াডোব গ্রামের রাইসমিলপাড়া-সাহারবাটি রাস্তার মাঠে গিয়ে চোখে পড়ে এ দৃশ্য। দৃষ্টি কাড়া এই হলুদ বর্ণের ফলের উঁকি এলাকার অনেক মানুষকেই আকৃষ্ট করছে।

গাংনী উপজেলার গাঁড়াডোব গ্রামের রাইসমিল ও সাহারবাটি মাঠে গেলে দেখা মিলবে এ দৃশ্যের। ফলের ভারে নুয়ে পড়ার মতো অবস্থা প্রতিটি

গাছের। যা দেখতে মেহেরপুর জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ছুটে আসেন উৎসুক মানুষ। বাগান দেখে মুগ্ধতার কথা জানান তারা।

৩ বছর আগে ফেইসবুকে কমলা লেবুর চাষ দেখে নিজের ১ বিঘা জমিতে এক শ চারা রোপন করেন চঞ্চল হোসেন।নিয়মিত, সঠিক পরিচর্যা ও পরিমিত সারের ব্যবহার করে প্রথম বছরেই গাছে গাছে আসে থোকায় থোকায় ফল। কি পরিমান ফল এসেছে এখনও আন্দাজ করতে পারেনি কৃষক চঞ্চল। চঞ্চল হোসেন বলেন, ফলন ভাল হয়েছে। তবে দামটা কি হবে এবং বাজার কোথায় পাবো সে চিন্তাও আসছে ঘুরে ফিরে।

সাহারবাটি থেকে কমলার বাগান দেখতে আসা রাসেল হোসেন বলেন, রাস্তার পাশে এই লেবুর বাগানে থোকা থোকায় লেবু সত্যিই ভাল লাগে। আমি এই বাগান দেখে নিজেও উদ্বুদ্ধ হয়েছি। আমি নিজেও এক বিঘা জমিতে লেবুর চাষ করবো। তিনি বলেন, এই বাগানটা দেখতেও খুব সুন্দর।

চাইনা কমলা বাগান দেখতে এসেছেন আমঝুপি গ্রামের সাইফুল ইসলাম। তিনি জানান, এই বাগান দেখে মনে হচ্ছে আমরা বিদেশেই আছি।

চঞ্চল হোসেন জানান, আমি কলেজে লেখাপড়া করি। পাশাপাশি বিভিন্ন চাষ করে আসছি। আমি ফেইসবুক ও ইউটিউবে দেখে চাইনা কমলা চাষে উদ্বুদ্ধ হই। সেই লক্ষে গত তিন বছর আগে প্রথম চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদা থেকে কমলার চারা এনে রোপন করি। এখন আমাদের দেশেই চায়না কমলার চাষ হচ্ছে। তারপর থেকেই আমি অন্যান্য আবাদের পাশাপাশি শুরু করলাম চায়না কমলা চাষ। আড়াই বছর বয়সী গাছে আমার প্রথম কমলা এসেছে। প্রথম আসলেও গাছে কমলার ফলনও খুব ভালো পাচ্ছি।

একটা গাছে ৫০ থেকে ৬০ কেজি কমলার ফলন পাওয়া যাবে বলে আশা করছেন চঞ্চল হোসেন। চারার জন্য খরচ হয়েছিল ১০ হাজার টাকা। লাগানোর পর ফল ধরার আগ পর্যন্ত খরচ হয়েছে মাত্র ১২ হাজার টাকা।

মেহেরপুর জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অফিসার সামছুল আলম বলেন, মেহেরপুরের মাটি চায়নিজ কমলা তৈরির তেমন উপযোগী নয়। তার পরেও কিছু মানুষ এটির চাষ করছেন। সেগুলোর স্বাদ,গন্ধও ভাল। তবে, জেলার চাইনা কমলা লেবুর চাষ হয়েছে ৩ হেক্টর জমিতে।পরীক্ষামুলকভাবে বিচ্ছিন্নভাবে কিছু কৃষক এই ফসলের চাষটি বানিজ্যিকভাবে নিয়েছেন। যা আগামিতে নতুন সম্ভাবনার দার উন্মেচিত হবে বলে আশা করেন তিনি। ফলন ভালো পেতে কৃষি বিভাগের পক্ষ থেকে

তাদেরকে দেওয়া হচ্ছে প্রযুক্তিগত সহযোগিতা ও নানা পরামর্শ।

গাংনীতে জাতীয় ইঁদুর নিধন অভিযান-২০২২ এর শুভ উদ্বোধন

র্যালি ও আলোচনা সভার মধ্য দিয়ে গাংনীতে জাতীয় ইঁদুর নিধন অভিযান-২০২২ এর শুভ উদ্বোধন করা হয়েছে।

আজ সোমবার সকাল ১১ টার সময় গাংনী উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের আয়োজনে উপজেলা নির্বাহী অফিসারের সভাকক্ষে জাতীয় ইঁদুর নিধন অভিযান এর শুভ উদ্বোধন করা হয়।

‘বছরে ইঁদুর খাচ্ছে শস্য লক্ষ লক্ষ টন, খাদ্যে ঘাটতি রুখতে দরকার ইঁদুর নিয়ন্ত্রণ ’এই প্রতিপাদ্য বিষয়কে সামনে রেখে ইঁদুর পানিতে চুবিয়ে নিধন অভিযানের উদ্বোধনী শেষে সমাবেশ অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন, উপজেলা নির্বাহী অফিসার মৌসুমী খানম।

উপজেলা কৃষি অফিসার লাভলী খাতুনের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন গাংনী উপজেলা মৎস্য অফিসার খোন্দকার সহিদুর রহমান, গাংনী উপজেলা সমবায় অফিসার মাহবুবুল হক মন্টু, উপজেলা কৃষি সম্প্রসারন অফিসার রাসেল রানা প্রমুখ।

এসময় উপস্থিত ছিলেন, মুক্তিযোদ্ধা সোহরাব আলম, গাংনী উপজেলা প্রেস ক্লাবের সাবেক সভাপতি আমিরুল ইসলাম অল্ডাম প্রমুখ।
এ অন্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন, উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা শাহীন রেজা জুয়েলসহ কয়েকজন কৃষক ।

ইঁদুর নিধন নিয়ে বক্তারা বলেন, ইঁদুর আমাদের জাতীয় শত্রু। ইঁদুর প্রতি বছর চাষীদের উৎপাদিত ফসলের অনেকখানি ফসল নষ্ট করে দেয়।পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় এক সময় সাপ, পেঁচা, ঈগল পাখী, শকুন, চিল ইত্যাদি পাখী ছিল। কিন্তু বর্তমান সময়ে সেসব প্রাণী বিলুপ্ত প্রায়্। তাই আমাদের সমন্বিত ভাবে ইঁদুর নিধন করতে হবে।

ইঁদুর এর ভয়াবহতাসহ বিভিন্ন ফসলের ক্ষতির পরিমাণ তুলে ধরে স্বাগত

বক্তব্য রাখেন, উপজেলা কৃষি অফিসার লাভলী খাতুন। বিভিন্ন ভাবে ইঁদুর নিধন করার কৌশল তুলে ধরেন তিনি। গ্যাস টোপ, নানা রকম ফাঁদ পেতে, গর্তে পানি ঢেলে ইঁদুর নিধন করার কৌশল তুলে ধরেন লাভলী খাতুন।‘জাতীয় সম্পদ রক্ষার্থে ইঁদুর নিধনে সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহন’ শ্লোগানকে নিয়ে ইঁদুর নিধন অভিযান -২০২২ উদযাপন উপলক্ষে বর্ণাঢ্য র্যালি ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

অনুষ্ঠানে সরকারী কর্মকর্তা-কর্মচারী,উপ সহকারী কৃষি কর্মকর্তা, সাংবাদিকসহ শতাধীক কৃষক অংশ নেয়।

অনলাইন জুয়ার শীর্ষ এজেন্ট শামিম কারাগারে

অনলাইন জুয়ার শীর্ষ এজেন্ট মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলার কোমরপুর গ্রামের শামিম রেজা ওরফে শামিমকে জেলা কারাগারে পাঠিয়েছে আদালত।

গতকাল রবিবার অতিগোপনে মেহেরপুরের একটি আদালতে শামিম রেজা আত্মসমর্পণ করে জামিনের আবেদন করলে বিচারক তার জামিন না মঞ্জুর করে জেল হাজতে পাঠানোর নির্দেশ দেন।

মেহেরপুর জেলা কারাগারের জেল সুপার মোখলেসুর রহমান মেহেরপুর প্রতিদিনকে এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।
এর আগে গত ১১ অক্টোবর উচ্চ আদালতের ডিভিশন বেঞ্চ থেকে তাকে ৬ সপ্তাহের জন্য পুলিশি হয়রানি না করার জন্য নির্দেশ দেন বিচারক বিচারপতি মোস্তফা জামান ইসলাম ও বিচারপতি মো: খায়রুল আলমের বেঞ্চ। একই সঙ্গে ৬ সপ্তাহের মধ্যে তাকে নিম্ম আদালতে হাজির হওয়ার নির্দেশ দেন।

শামিম রেজা মেহেরপুরের কোমরপুর গ্রামের বিলু সর্দারের বড় ছেলে। তিনি রাশিয়ান ভিত্তিক অনলাইন জুয়া সাইট লাইন বেটের মাস্টার এজেন্ট।
এর আগে চলতি বছরের ২৫ আগস্ট শামিম রেজার বিরুদ্ধে অনলাইন জুয়ার মাধ্যমে অবৈধ লেনদেনের অভিযোগে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন ২০১৮ এর

৩০(২)/৩৫ ধারায় মুজিবনগর থানায় একটি মামলা দায়ের করেন মেহেরপুর পুলিশের সাইবার অপরাধ বিভাগ। মামলায় শামিমসহ আরো ১৫ জনকে আসামি করা হয়।

মামলার অন্য আসামিরা হলেন-গোপালপুর গ্রামের আমিরুল ইসলামের ছেলে শিশির বিশ্বাস, নুরুপুরের বিল্লাল গড়াইয়ের ছেলে দিপু, কোমরপুর গ্রামের আনারুল মিয়ার ছেলে রুবেল, টঙ্গীর শরিফের ছেলে মো: পলাশ, মুজিবনগরের শিবপুরের মৃত শাহাজুলের ছেলে বিজয়, একই গ্রামের জিনারুলের ছেলে লিপু গাজী, মোনাখালী গ্রামের আজহারুলের ছেলে মিলন, সাইদুর রহমান খোকনের ছেলে সাগর, কোমরপুর গ্রামের বাশার বিশ্বাসের ছেলে সজীব, ভাটপাড়া গ্রামের মৃত সিরাজ মণ্ডলের ছেলে বাবু, মেহেরপুর শহরের স্টেডিয়াম পাড়ার বখতিয়ার মাস্টারের ছেলে রুবেল, গাংনীর গাড়াডোব গ্রামের মৃত কিয়াম উদ্দিনের ছেলে আনোয়ার।
গত ১৩ অক্টোবর মেহেরপুর প্রতিদিনে ‘অনলাইন জুয়ার শীর্ষ এজেন্ট শামিম অধরা’ শিরোনামে সংবাদ প্রকাশিত হয়। পরে ২০ অক্টোবর শামিম রেজাকে আদালতে হাজির হওয়ার নির্দেশ শিরোনামে ফলোআপ সংবাদ প্রকাশিত হয়।

জানা গেছে, তিন বছর আগে বাবার ছোট রাইস মিল চালিয়ে কোনমতে সংসার চালাতেন শামিম রেজা। হঠাৎ করে আলাদিনের চেরাগ হাতে পেয়ে বনে গেলেন কোটিপতি। কোটি টাকা খরচ করে গড়ে তুলেছেন হার্ডওয়ার ব্যবসা। যেভাবে পাইলিং দিয়ে ভবন তৈরি করছেন তাতেও খরচ হচ্ছে কোটি টাকার উপরে। ছোট ভাইকে রাজধানীর একটি প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ান। মোটরসাইকেলে নতুন মডেল আসলেও সেটি হতে হয় শামিম ও তার ছোট ভাই সোহাগ রানার জন্য। বর্তমানে দুই ভাই দুটি ইয়ামাহা ব্র্যাণ্ডের আরওয়ানফাইভ মোটরসাইকেল ব্যবহার করেন। এলাকাতে কয়েক বিঘা জমিও কিনেছেন। বর্তমানে তিনি কক্সবাজারের ফাইভ স্টার হোটেল ‘সাইমান’ এ অবস্থান করছেন বলে নিশ্চিত হওয়া গেছে। উচ্চ আদালত থেকে ৬ সপ্তাহের অন্তবর্তীকালীন জামিন পেয়ে ফুরফুরে মেজাজে সময় কাটাচ্ছেন। সাথে আছেন তার শিষ্য দিলিপ হালদারসহ কয়েকজন এজেন্ট। বর্তমানে কত টাকার মালিক তিনি তা কেউ জানে না। তার ছোট ভাই সোহাগ রানা মাঝে মাঝেই বিভিন্ন দেশে ঘুরতে যান। আর সকল কিছুই এসেছে অনলাইন জুয়ার দৌলতে। অনলাইন জুয়ার মাস্টার এজেন্ট হিসেবে যে কয়জন রয়েছেন শামিম রেজা তাদের একজন। তিনি নিজেই চালান একাধিক এজেন্ট চ্যানেল। খবর রয়েছে দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে তিনি এগুলো পরিচালনা করছেন।

অনুসন্ধানে জানা গেছে, শামিম রেজা করোনার প্রথম দিকে ওয়ান এক্স বেটে কাজ করলেও পরবর্তিতে রাশিয়ান কোম্পানী লাইনবেট কোম্পানীর সাথে যোগাযোগ করে একাই শুরু করেন অনলাইন জুয়ার ব্যবসা। কয়েকটি এজেন্ট নিয়ে কাজে লাগান বেশ কয়েকজন যুবককে। তার এজেন্ট হিসেবে কাজ করে ইতোমধ্যে পুলিশের কাছে আটক হয়েছে নিমাই হালদার, প্রসেনজিৎ হালদার, সুমন আলী ও সুমন নামের চার যুবক। নিমাই হালদার, সুমন আলী ও সুমন আদালতে শামিম রেজার হয়ে কাজ করেন বলে স্বাকারোক্তিও দিয়েছেন। প্রসেনজিৎ হালদার আদালতে স্বীকারোক্তী না দিলেও অনলাইন জুয়ার সাথে জড়িত একাধিক সূত্র তাকে শামিমের এজেন্ট বলে নিশ্চিত করেছেন।
অনুসন্ধানে আরো জানা গেছে, শামিম রেজা এজেন্ট হয়ে কাজ করেন তার ছোট ভাই সোহাগ রানা, নিমাই হালদারের চাচাত ভাই দিলিপ হালদার, কোমরপুর গ্রামের আজিবার আলীর ছেলে শিপলু রানা, কুদ্দুস আলীর ছেলে আকাশ আলী। তবে অনলাইন জুয়ার সংবাদ প্রকাশ হওয়া ও পুলিশের অভিযান শুরু হলে সকলেই এলাকা থেকে গা ঢাকা দিয়েছেন বলে জানা গেছে।
এজাহার থেকে জানা গেছে, শামিম রেজা পুলিশের এজাহার ভুক্ত অনলাইন জুয়ার অন্যতম আসামি। মামলার প্রধান আসামি বদুরুদ্দোজা রয়েলকে আটকের পর তার স্বীকারোক্তীতে শামিম রেজাসহ আরো ১৫ জনের নাম করে পুলিশের কাছে।
“অনলাইন জুয়ার দূর্গ” ক্যাটাগরি নিয়ে মেহেরপুর প্রতিদিন ধারাবাহিকভাবে অনলাইন জুয়ার সাথে মাস্টার এজেন্টদের (রাঘববোয়াল) কার্যক্রম নিয়ে সংবাদ প্রকাশ করে আসছে। সংবাদে ইতোমধ্যে প্রায় অর্ধশতাধিক অনলাইন জুয়ার নাম ও পরিচয় উঠে এসেছে। ক্রমান্বয়ে বাকিদের অনলাইন জুয়ার কার্যক্রম নিয়ে সংবাদ প্রকাশ হবে। যার অংশ হিসেবে মেহেরপুর প্রতিদিনের অনুসন্ধান অব্যহত রয়েছে। মেহেরপুর প্রতিদিনে ধারাবাহিকভাবে সংবাদ প্রকাশ হওয়ার কারণে উঠেপড়ে লেগেছে পুলিশ প্রশাসন। এছাড়ার সরকারের কয়েকটি প্রতিষ্ঠান অনলাইজ জুয়ারিদের নজরদারিতে রেখেছে বলে মেহেরপুর প্রতিদিনের কাছে সংবাদ রয়েছে।

জানা গেছে, বিট কয়েন বা ডিজিটাল মুদ্রার (ক্রিপ্টোকারেন্সি) মাধ্যমে অনলাইনে জুয়া খেলা হয়। অবৈধ পন্থায় ডিজিটাল মুদ্রা কেনাবেচার লেনদেনে দুই বছরে বছরে প্রায় ১০ থেকে ১২ হাজার কোটি টাকা পাচার হয়েছে বলে অনুমান করছে সরকারের গোয়েন্দা সংস্থাগুলো। রাশিয়াসহ বেশ কয়েকটি দেশে এই টাকা পাচার হয়েছে বলে জানান সংস্থ্যাগুলো। আর অনলাইন জুয়ার অন্যতম প্রধান কেন্দ্র

হচ্ছে মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলার কোমরপুর গ্রাম। যে গ্রাম থেকেই নিয়ন্ত্রণ করা হচ্ছে পুরো দেশকে।
রাশিয়া থেকে পরিচালিত এসব অনলাইন জুয়ার সাইট ও অ্যাপস তাদের এজেন্টদের মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে মেহেরপুর জেলা শহর থেকে প্রত্যন্ত গ্রাম পর্যায়ে । এসব জুয়ার সাইট ও অ্যাপস ভার্চুয়ালি জুয়া খেলায় একেকটি এজেন্টের মাধ্যমে মাসে ৩ থেকে ৪ কোটি টাকা বিদেশে পাচার হয়ে যাচ্ছে।

এর মধ্যে পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগ (ডিবি), সাইবার ক্রাইম ইনভেস্টেগেশন সেল ইতোমধ্যে ১১ জনকে গ্রেফতার করেছে। ইতোমধ্যে জেলার অনলাইন জুয়ার সাথে জড়িত জুয়াড়িদের একটি তালিকাও প্রস্তুত করেছে পুলিশ। অনলাইন জুয়া বন্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতেও তারা কাজ শুরু করেছেন।

পুলিশের একটি সুত্রটি জানায়, মেহেরপুর জেলার অনলাইন জুয়ার এই চক্রটির মাধ্যমে প্রতিমাসে ৩৮০ থেকে ৪০০ কোটি টাকা বিদেশে পাচার হচ্ছে। সে হিসেবে বছরে হাজার হাজার কোটি টাকার বেশি অর্থ পাচার হচ্ছে। যেটি অবৈধভাবে হুন্ডির মাধ্যমে যাচ্ছে বিদেশে।
তবে এ ব্যাপারে শামিম রেজার সাথে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও তাকে এলাকাই পাওয়া যায়নি। এমনকি তার বর্তমান ব্যবহৃত ফোন নম্বরও পাওয়া যায়নি।

জানা গেছে, মেহেরপুর জেলা থেকে দুই শতাধিক এজেন্ট অনলাইন জুয়া সাইটের মাধ্যমে রাশিয়াসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে পাচার করছেন প্রায় ৪০০ কোটি টাকা। আর এই অনলাইন জুয়ার সাথে জড়িত মেহেরপুরের সরকার দলীয় কয়েকজন শীর্ষস্থানীয় রাজনৈতিক নেতা সরকার সমর্থিত ছাত্র সংগঠনের কয়েকজন শীর্ষ নেতা, স্কুল ও কলেজের কয়েকজন শিক্ষক, ব্যবসায়ী ও বিভিন্ন শ্রেনীর প্রায় দুই শতাধিক ব্যক্তি।

কিছু রাজনৈতিক নেতা এবং কয়েকজন সাংবাদিক নিয়মিত মাসোহারা নিতেন অনলাইন জুয়াড় সাথে জড়িত এজেন্টদের সাথে। তাদের মাসোহারা দিয়ে দেদারছে জুয়া খেলে কোটি বনে যাচ্ছেন এসব এজেন্টরা। আর পথে বসছেন হাজার হাজার তরুণসহ জুয়া খেলার জড়িত ব্যক্তিরা। মেহেরপুর প্রতিদিনের অনুসন্ধানীতে এসব তথ্য পাওয়া গেছে। তবে মেহেরপুর প্রতিদিনে ধারাবাহিক সংবাদ প্রকাশের পর তাদের মাসোহারা বন্ধ হয়ে গেছে। তাদেরও কপালেও দুশ্চিন্তার ভাঁজ দেখা দিয়েছে।

অনুসন্ধানে জানা গেছে, সঠিক নজরদারি না থাকায় অনলাইন প্ল্যাটফর্ম

ব্যবহার করে প্রতিদিনই কোটি টাকা পাচার হচ্ছে দেশের বাহিরে। এতে রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক ক্ষতির পাশাপাশি বিপথে যাচ্ছেন তরুণ ও যুবকরা। এক মাসে একটি সিম (এজেন্ট) থেকে লেনদেন হচ্ছে কোটি টাকার উপরে। জেলা গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি) ও সাইবার ক্রাইম ইনভেস্টেগেশন সেল যৌথভাবে অভিযান চালিয়ে ইতোমধ্যে পুলিশ বিভিন্ন সময় অভিযান চালিয়ে ১১ জনকে আটক করে আইনের আওতায় নিয়ে এসেছে। শামিম রেজাও পুলিশের মামলার অন্যতম আসামি। তাকে দিয়ে ১২ জন অনলাইন জুয়ার এজেন্ট বর্তমানে কারান্তরিণ রয়েছেন।

তবে অনলাইন জুয়ার আদ্যপান্ত জানতে মেহেরপুর প্রতিদিননের সঙ্গেই থাকুন। ধারাবাহিকভাবে মেহেরপুর প্রতিদিন পাঠকদের সামনে অনলাইন জুয়ার সংবাদ তুলে ধরা হবে।(চলবে…)

অনলাইন জুয়ার সকল সংবাদের লিংঙ্ক নিচে

মেহেরপুরে অনলাইন জুয়ার দূর্গে হানা

মেহেরপুরে অনলাইন জুয়ার আরেক এজেন্ট সাদ্দাম আটক

ধরাছোঁয়ার বাইরে অনলাইন জুয়ার অন্যতম চার হোতা মুকুল-জামান-নুরুল-মাদার

মেহেরপুরে অনলাইন জুয়ার মাস্টারমাইণ্ড প্রসেনজিৎ সহযোগীসহ আটক

মেহেরপুরে অনলাইন জুয়ার আরো চার হোতা আটক

মেহেরপুরে অনলাইন জুয়ার আরও এক মাস্টার এজেন্ট পলাশ